বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় কৃষি ঋণ প্রবাহ সচল করার উদ্দেশ্যে সরকার প্রদত্ত ১০০ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান কৃষি ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা ।

ভূমিকা ঃ

কৃষিজ উৎপাদন তথা জাতীয় উন্নয়নে ক্ষুদ্র কৃষক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ক্ষুদ্র চাষীদের ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহসহ সকল প্রকার সহায়তা দানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। বিআরডিবি নিরন্তর প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ঋণ, উন্নত বীজ, সুষম সার, সেচ ব্যবস্থা, চাষাবাদে আধুনিক জ্ঞান ও নৈপূন্য বিস্তার প্রভৃতি মারফত ক্রমান্বয়ে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ ক্ষেত্রে ১৯৬৩-৬৪ সন থেকে সরকারী অর্থানুকূল্যে তদানিন্তন কুমিল্লা জেলা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (সিডিআইআরডিপি) এবং পরে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসুচী (আইআরডিপি) এর আওতায় ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করা হয় এবং ১৯৭২-৭৩ সন পর্যন্ত ইহা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৩-৭৪ সন থেকে সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে ইউসিসিএর ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয় যা বর্তমানেও চালু আছে।

তবে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সোনালী ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার কারণে কৃষকদের ঋণ প্রবাহ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা দিন দিন নিঃস্ব এবং "আগাম দারিদ্র্যের" কবলে পড়ছে। বিশেষ করে ১৯৯১ সনে ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ হলেও সমবায়ীদের ক্ষেত্রে উহা কার্যকর করা হয়নি। যার ফলে পুনঃ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়।

গত ১৭/৮/২০০২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম পরিদর্শনে এলে বিআরডিবি'র ঋণ প্রবাহ সচল করার জন্য ১০০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদানের আবেদন জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০০ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এপ্রেক্ষাপটে ১০০ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান কৃষি ঋণ তহবিল প্রাপ্তির জন্য ০২/১০/২০০২ তারিখে বাপউবো/ঋণ/সাধা-১৫৩/২০০২/৭৫৫০ নং স্মারক দ্বারা প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সমবায়ী কৃষকদের উন্নয়নের জন্য ইতোপূর্বে সীড ক্যাপিটাল প্রদান করার সরকারী সিদ্বান্ত থাকলেও উহা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করা হয়নি।

প্রতিশ্রুত ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল পাওয়া গেলে উহা ব্যবহার দ্বারা ইউসিসিএ-কেএসএস সমূহ নিম্নরূপ সুবিধা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে ঃ-

১) সমবায়ী ক্ষুদ্র কৃষকগণ যথাসময়ে চাহিদামতে ঋণ সুবিধা পাবে ;

২) সমবায় কার্যক্রমের প্রতি সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাবে;

৩) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে ;

৪) ইউসিসিএগুলো ঋণ বিনিয়োগ থেকে আয়ের সুযোগ পাবে ফলে ইউসিসিএসমূহের আর্থিক সংকট লাঘব হবে এবং সোনালী ব্যাংকের বকেয়া ঋণ পরিশোধে সহায়ক হবে।

৫) ইউসিসিএগুলো নিজস্ব আয় দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় নির্বাহ ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিয়ে স্বাবলম্বী হবে;

৬) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;

৭) পল্লী উন্নয়নে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে;

১। **আবর্তক ঋণ তহবিল পরিচালন পদ্ধতি নিম্নরূপ** ঃ-

ক) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

খ) বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই/২০০৩ থেকে ঋণ কার্যক্রম শুরু হবে এবং ঘূর্ণায়মান ঋণ হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

গ) বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ঃ

উপজেলা অন্তর্ভূক্তি ঃ ৪৫০ টি।

- সমিতি সংখ্যা ঃ বর্তমান ৬১,০০০ টি এবং ভবিষ্যতে সংগঠিত কৃষক সমবায় সমিতি/প্রাক কৃষক সমবায় সমিতি।

- সদস্য /সদস্যা সংখ্যা ঃ বর্তমানে ২২ লক্ষ সদস্য (কৃষক পরিবার) এবং ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য। প্রতি পরিবার থেকে একজন সদস্য থাকবে।

- ঋণের উৎস ঃ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আবর্তক কৃষি ঋণ তহবিল ১০০ কোটি টাকা (প্রতি বছর ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে)

- ঋণ তহবিল ছাড়করণ ঃ উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) কার্যক্রম ও ঋণ চাহিদা বিবেচনায় এনে প্রতি অর্থ বছরে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের অর্থ ছাড় করা হবে

- ঋণ পরিশোধের সময় সীমা ঃ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের সময় সীমা হবে সর্বোচ্চ ১৮ মাস তবে ফসলী ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে ৮ মাস।

২। **উদ্দেশ্য ঃ**

ঋণ ব্যবহারের দ্বারা কর্ম-সংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাড়তি আয় দ্বারা গ্রামীণ কৃষক পরিবার /সদস্য/সদস্যাদের আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা প্রদান।

৩। **সুবিধাভোগী** ঃ

- কৃষক সমবায় সমিতি/ প্রাক কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য পদ প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ২.৫ একর পর্যন্ত জমির মালিক অথবা বর্গাচাষী সদস্যগণ এঋণের সুবিধাভোগী হিসাবে গণ্য হবেন

- ঋণ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে কমপক্ষে ০২ মাস পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। এ সময়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠান, সঞ্চয় জমা, প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ ও অন্যান্য নিয়ম শৃংখলা নিবিড় ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

- এই পর্যবেক্ষণ সময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের সচেতনতা, সমস্যা সমাধান, আত্ম-নির্ভরশীলতা, দলীয় সংহতি প্রভৃতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা হবে।

৪। ক) **ঋণ গ্রহণেচ্ছু সদস্যের যোগ্যতা ঃ**

- প্রাথমিক সমবায় সমিতির নিয়মিত সদস্য হতে হবে ;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতির সভ্য রেজিস্টারে অবশ্যই নাম ও স্বাক্ষর থাকতে হবে ;
- সমিতির তহবিলে আবেদনকৃত ঋণের অনুকূলে শেয়ার ও সঞ্চয় বাবদ গড়ে ২০% জমা থাকতে হবে।
- এ ছাড়া ঋণ আবেদনের তারিখে পূর্বের বকেয়া পরিশোধযোগ্য ঋণ ১০০% পরিশোধ থাকতে হবে।

খ) **প্রাথমিক সমিতির যোগ্যতা ঃ**

- সমিতি নিবন্ধিত হতে হবে ;
- পূর্বের সকল প্রকার পরিশোধযোগ্য বকেয়া ঋণ ১০০% পরিশোধ থাকতে হবে ;
- নিয়মিত সঞ্চয় জমা, সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠান থাকতে হবে ;
- হালনাগাদ পর্যন্ত অডিট, এজিএম এবং বৈধ কমিটি থাকতে হবে ;
- সকল সদস্য কর্তৃক হাল নাগাদ স্বাক্ষরিত সভ্য তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে এবং ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) **ইউসিসিএ'র যোগ্যতা ঃ**

- হালনাগাদ অডিট, এজিএম ও বৈধ কমিটি থাকতে হবে ;
- সোনালী ব্যাংকের ঋণ গ্রহণে অযোগ্য ইউসিসিএ'র আওতায় যোগ্য কেএসএস/সদস্যদেরকে এবং অযোগ্য কেএসএস এর আওতায় যোগ্য সদস্যদেরকে প্রাথমিক ভাবে আবর্তক তহবিল থেকে ঋণ দেয়া যাবে।
- পর্যায়ক্রমে যোগ্য ইউসিসিএগুলোকেও আবর্তক ঋণ তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করা হবে

৫। **আবর্তক ঋণ তহবিল সংরক্ষণ ও ব্যবস্হাপনা ঃ**

ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আবর্তক কৃষি ঋণ তহবিল ১০০ কোটি টাকা "ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রীয় ঋণ তহবিল " হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বাপউবো'র মহাপরিচালকের নামে সিআরএলএফ এ ব্যাংক হিসাবে উক্ত তহবিল সংরক্ষণ ,অর্থ ছাড়করণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এই আবর্তক ঋণ তহবিল পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও অর্থ ছাড় করার জন্য সদর দপ্তরে একটি সেল থাকবে। উক্ত সেলের গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপ হবে ঃ-

১।	পরিচালক (সরেজমিন), সদর দপ্তর, ঢাকা	ঃ	আহবায়ক
২।	যুগ্মপরিচালক (সিসিএম), সদর দপ্তর, ঢাকা	ঃ	সদস্য
৩।	উপপরিচালক (ঋণ), সদর দপ্তর, ঢাকা	ঃ	সদস্য
৪।	জুনিয়র অফিসার (হিসাব), সদর দপ্তর, ঢাকা	ঃ	সদস্য

উক্ত সেলের আহবায়ক পরিচালক (সরেজমিন) এর সাথে উপ-পরিচালক (ঋণ) এর অনুপস্থিতিতে জুনিয়র অফিসার (হিসাব) যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবে। অত্র সেল তহবিল পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, ঋণ অর্থ ছাড়করণ, হিসাব সংরক্ষণসহ তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদির দায়িত্ব পালন করবে।

খ) প্রদত্ত ঋণের উপর ফ্ল্যাট রেটে (Flat rate) প্রদেয় সার্ভিস চার্জ এর বিভাজন ঃ-

১)	সিআরএলএফ	ঃ	৪%	(উপজেলা থেকে সদর দপ্তরে প্রেরণযোগ্য)
২)	আরএলএফ	ঃ	৪%	(কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে ব্যয়যোগ্য)
৩)	কু-ঋণ তহবিল	ঃ	১%	(উপজেলা আরএলএফ এ জমা থাকবে)
৪)	ম্যানেজার কমিশন	ঃ	০.৫০%	(সংশ্লিষ্ট সমিতির ম্যানেজারকে ১০০% ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে প্রদেয়)
৫)	কর্মচারীর উৎসাহভাতা	ঃ	০.৫০%	(১০০% ঋণ আদায় সাপেক্ষে প্রদেয়)
৬)	পরিচালন ব্যয়	ঃ	১%	

ক) সদর কার্যালয় -০.২০%
খ) জেলা দপ্তর -০.১০%
গ) ইউসিসিএ -০.৭০%

সর্বমোট ঃ ১১%

উপরে বর্ণিত সেবা মূল্যের ৪% (পূর্বের যা সোনালী ব্যাংকের ৯% হারে পরিশোধ করা হতো) অর্থ আরএলএফ এ যোগ হবে এবং পরবর্তীতে পুন: বিনিয়োগ করা হবে।

ইউসিসিএ কর্তৃক সিআরএলএফ হতে গৃহীত ঋণের উপর ৪% হারে সেবামূল্য ঋণ গ্রহণের দিন ধার্য্য করতে হবে।

(১) বাপউবো সদর কার্যালয়ে আবর্তক ঋণ তহবিল সংরক্ষণ, ছাড়করণ ও অডিট ব্যবস্থা :-

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সুবিধাজনক যে কোন তফসিলী ব্যাংকে বাপউবো'র নামে একটি এসটিডি হিসাবে ঘূর্ণায়নমান পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রীয় ঋণ তহবিল (সিআরএলএফ) সংরক্ষণ করবে। উক্ত হিসাব হতে সরাসরি উপজেলা ঋণ তহবিল (আরএলএফ) "হিসাবে দেয়" চেকের মাধ্যমে অর্থ ছাড় করা হবে। প্রতি অর্থ বৎসর শেষে জুলাই মাসের মধ্যে বাপউবো আভ্যন্তরীণ অডিট দলের মাধ্যমে এঋণ দাদন ও আদায় কার্যক্রমের অডিটের ব্যবস্থা করবে। হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাশ বহি, সাধারণ খতিয়ান ও ঋণ খতিয়ান ব্যবহার করবে।

(২) <u>জেলা কার্যালয়</u> ঃ

উপপরিচালক স্ব স্ব জেলার সিআরএলএফ থেকে বরাদ্দপ্রাপ্ত ঋণ প্রয়োজনবোধে জেলাধীন ইউসিসিএ'র চাহিদা বিবেচনা করে পরবর্তী সময়ে আন্ত: ইউসিসিএ সমন্বয় করতে পারবেন। ইউসিসিএ অনুরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। তবে এক্ষেত্রে সদর কার্যালয়কে সাথে সাথেই অবহিত করতে হবে।

(৩) **উপজেলা কার্যালয়ে তহবিল সংরক্ষণ ও অডিট ব্যবস্হা ঃ-**

ইউসিসিএ'কে স্হানীয়ভাবে সুবিধামত তফসিলী ব্যাংকে "ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল হিসাব" শিরোনামে হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। ইউসিসিএ'র সভাপতির সাথে ইউআরডিও যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত হিসাব পরিচালনা করবেন। প্রতি অর্থ বৎসর শেষে জুলাই মাসের মধ্যে ইউসিসিএ'র আওতায় আবর্তক তহবিলের ঋণ দাদন ও আদায় কার্যক্রম বিভাগীয় অডিট দলের মাধ্যমে অডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাশ বহি, সাধারণ খতিয়ান ও ঋণ খতিয়ান সমূহ ব্যবহার করতে হবে।

(৪) **প্রাথমিক সমিতি কর্তৃক ঋণ তহবিল সংরক্ষণ ও বিতরণ ঃ**

প্রাথমিক সমিতির নামে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সদস্যদের মধ্যে বিতরণের জন্য চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

সমিতির পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ চেক গ্রহণ করবেন এবং একই দিনে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও) বা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ক্যাশ টাকা উত্তোলন করে সদস্যদের মধ্যে পরিদর্শক ও কর্মকর্তার উপস্হিতিতে উপজেলা দপ্তরে ঋণ বিতরন করবেন। ঋণ প্রদানের সময় ঋণ বিতরণ সনদ পত্রে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাশ বহি, সাধারণ খতিয়ান ও ঋণ খতিয়ান ব্যবহার করতে হবে। অবিলিকৃত ঋণ অর্থ (যদি থাকে) তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে।

৬। **ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ঃ**

৬.১। প্রত্যেক সদস্য তাঁর সমিতির কাছে নির্ধারিত ফরমে ঋণের আবেদন জানাবে।

৬.২। প্রাথমিক সমিতির একত্রীভূত ঋণ চাহিদা পত্র ব্যবস্হাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে ইউআরডিও'র নিকট দাখিল করবে।

৬.৩। উপজেলা ঋণ উপকমিটি প্রাথমিক সমিতি থেকে প্রাপ্ত ঋণ আবেদনপত্র সমূহ ০৫ দিনের মধ্যে বাছাই করে ইউআরডিও'র নিকট সুপারিশ দাখিল করবে।

উপজেলা ঋণ উপকমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

(১)	এআরডিও (সাধারন)	আহবায়ক
(২)	পরিচালক,ইউসিসিএ (১ জন মনোনীত সদস্য)	সদস্য
(৩)	জুনিয়র অফিসার (হিসাব)	সদস্য
(৪)	এলাকা পরিদর্শক (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য

৬.৪। ঋণ আবেদন বাছাই উপকমিটির সুপারিশ প্রস্তাব পাবার পর ০৪ দিনের মধ্যে ইউআরডিও ঋণ অনুমোদন কমিটির সভা আহবান করবেন । উক্ত সভায় বাছাই উপকমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ঋণ আবেদন পর্যালোচনা ও ঋণ অনুমোদন করবে ।

উপজেলা ঋণ উপ কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ-

১)	এআরডিও	ঃ	আহবায়ক
২)	পরিচালক, ইউসিসিএ (০১ জন মনোনীত সদস্য)	ঃ	সদস্য
৩)	জুনিয়র অফিসার (হিসাব)	ঃ	সদস্য
৪)	এলাকা পরিদর্শক (সংশ্লিষ্ট)	ঃ	সদস্য

উপজেলা ঋণ অনুমোদন কমিটি নিম্নরূপ ঃ-

১।	ইউআরডিও	ঃ	সভাপতি
২।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য
৩।	কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য (ইউআরডিও কর্তৃক মনোনীত হবে)
৪।	প্রধান পরিদর্শক	ঃ	সদস্য
৫।	এআরডিও	ঃ	সদস্যসচিব

৬.৫ উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাব চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ইউআরডিও সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক দপ্তরে প্রেরণ করবেন । উপপরিচালক ৪(চার) দিনের মধ্যে বিধি মোতাবেক প্রস্তাবিত ঋণের যথার্থতা যাচাই বাছাই করে চুড়ান্ত অনুমোদন করত: সদর কার্যালয়ে পরিচালক (সরেজমিন) এর নিকট প্রেরণ করবেন।

৬.৬। পরিচালক (সরেজমিন) উপপরিচালকের নিকট থেকে ঋণ প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে ঋণ তহবিল পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও অর্থছাড় সেলের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় সরাসরি ছাড়ের ব্যবস্থা নিবেন। সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালককে অর্থছাড় করে অনুলিপি প্রেরণ করবেন ।

৬.৭। <u>আবর্তক ঋণ তহবিল বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি</u> ।

আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রন করার জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি এবং বাপউবো সদরদপ্তরে কেন্দ্রীয় বাস্তবায়ন কমিটি এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ঋণ কর্যক্রম তদারকির জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি তদারকি কমিটি থাকবে। উক্ত কমিটিগুলোর গঠন নিম্নরূপ হবে ঃ

<u>ষ্টিয়ারিং কমিটি ঃ</u>

১)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সভাপতি
২)	মহাপরিচালক,বাপউবো	-	সদস্য
৩)	নিবন্ধক,সমবয় অধিদপ্তর	-	সদস্য
৪)	যুগ্নসচিব,অর্থ মন্ত্রণালয়,অর্থ বিভাগ	-	সদস্য
৫)	যুগ্নসচিব,(উ:) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
৬)	সভাপতি,পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	-	সদস্য
৭)	পরিচালক (সরেজমিন) বাপউবো	-	সদস্য সচিব

প্রতি ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে উক্ত কমিটি সভা অনুষ্ঠান করে ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করবে ।

<u>বাস্তবায়ন কমিটি ঃ</u>

১)	মহাপরিচালক, বাপউবো	ঃ	সভাপতি
২)	পরিচালক (অর্থ/হিসাব/নিরীক্ষা), বাপউবো	ঃ	সদস্য
৩)	পরিচালক (সরেজমিন), বাপউবো	ঃ	সদস্য
৪)	পরিচালক (পরিকল্পনা), বাপউবো	ঃ	সদস্য
৫)	উপপরিচালক (ঋণ), বাপউবো	ঃ	সদস্য
৬)	যুগ্মপরিচালক (সিসিএম), বাপউবো	ঃ	সদস্য সচিব

প্রতি দ্বি-মাসিক ভিত্তিতে উক্ত কমিটি সভা অনুষ্ঠান করে ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করবে।

বিভাগীয় তদারকি কমিটি ঃ

পরিচালক (প্রশাসন), সিলেট বিভাগ	-	আহবায়ক
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ঢাকা বিভাগ	-	আহবায়ক
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব),বরিশাল বিভাগ	-	আহবায়ক
পরিচালক (পরিকল্পনা), খুলনা বিভাগ	-	আহবায়ক
পরিচালক (সরেজমিন), রাজশাহী বিভাগ	-	আহবায়ক
যুগ্নপরিচালক (সিসিএম), চট্টগ্রাম বিভাগ	-	আহবায়ক
প্রতি বিভাগের পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
প্রতি বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের উপপরিচালকগণ	-	সদস্য

উক্ত তদারকী কমিটি ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে বিভাগের আওতাধীন উপজেলা সমূহের আওতায় ঋণ কর্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মনিটরিং করবেন এবং উক্ত পর্যালোচনা ও মনিটরিং প্রতিবেদন বাস্তবায়ন কমিটিকে অবহিত করণের জন্য প্রেরণ করবেন ।

৭। **ঋণ বিতরণ পদ্ধতিঃ**

৭.১। মঞ্জুরীকৃত ঋণ চেকের মাধ্যমে ইউআরডিও সংশ্লিষ্ট সমিতি সমূহকে প্রদান করবে ।

৭.২। সংশ্লিষ্ট সমিতির ম্যানেজার সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে বিতরণ সনদ পত্র সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক,প্রধান পরিদর্শক,এআরডিও (সাধারণ) কর্তৃক পূর্ন নামসহ স্বাক্ষর করার পর সমিতির পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রত্যায়নসহ ঐদিনই ইউআরডিও'র নিকট জমা করবে। ইউআরডিও ঋণ বিতরণ সনদপত্র প্রতিস্বাক্ষর করে সংরক্ষণ করবে ।

৭.৩। ঋণের জামানত ও দলিল পত্র ঃ-

সদস্য পর্যায়ে ঃ

- ঋণ আবেদন পত্র (সারনী-১)
- তমসুক (ঋণ গ্রহণের চুক্তিপত্র) (সারনী-২)
- চাহিদাকৃত ঋণের ২০% শেয়ার সঞ্চয় জমা থাকার প্রমাণ পত্র ,যার মধ্যে ১০% হারে শেয়ার মূলধন অবশ্যই জমা থাকতে হবে ।
- ঋণ গ্রহিতার সত্যায়িত ছবিসহ ঋণ পাশ বহি
- ঋণ গ্রহীতা সদস্যের মরগেজ কারবারনামা (সারনী-৮) ।
- জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি ।

প্রাথমিক সমিতি পর্যায়ে ঃ

- ঋণের আবেদন পত্র (সারনী-৩)
- সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত (সারনী-৪)
- ডিপি নোট (ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক স্বাক্ষরিত) (সারনী-৫)
- আম-মোক্তারনামা (সারনী-৬)
- ঋণ বিতরণ সনদপত্র (সারনী-৭)
- প্রাথমিক সমিতির ঋণ পাশ বহি ।

৮। **ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্র ঃ**

৮.১। উপজেলা হতে প্রাথমিক সমিতির সদস্য/সদস্যাদেরকে প্রদেয় ঋণ, সমিতির পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রণীত উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী দেয়া হবে যা কৃষি কর্মকান্ড সম্পৃক্ত হতে হবে।

৮.২। আয়বৃদ্ধিমূলক কৃষিজ কর্মকান্ডের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে । ঋণ প্রদানে নিম্নোক্ত কর্মকান্ড গুলো বিবেচনা করা হবে ।

ঋণ প্রদানের কর্মকান্ড সমূহ ঃ-

১) ধান চাষ (উচ্চ ফলনশীল ২.৫ একর পর্যন্ত)
২) গম চাষ (উচ্চ ফলনশীল ২.৫ একর পর্যন্ত)
৩) চিংড়ী চাষ
৪) সবজী চাষ
৫) নার্সারী (ফলজ ও বনজ)
৬) ফুল ও ফলের চাষ
৭) দুগ্ধবতী গাভী পালন
৮) হাঁস মুরগী পালন
৯) পশু মোটাতাজাকরণ
১০) আঁখ চাষ
১১) ছাগল পালন
১২) মাছ চাষ
১৩) আলু চাষ
১৪) পান চাষ
১৫) পাট চাষ
১৬) পিঁয়াজ, রসুন ও আদা চাষ
১৭) কলা চাষ (উচ্চ ফলনশীল ২.৫ একর পর্যন্ত)
১৮) তরমুজ চাষ/ফুটি (উচ্চ ফলনশীল ২.৫ একর পর্যন্ত)
১৯) কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উদ্যোগ
২০) অন্যান্য উপযোগী যে কোন কর্মকান্ড (কৃষি সংশ্লিষ্ট সামাজিকভাবে বৈধ কর্মকান্ড জেলার উপপরিচালকগণ নির্ধারণ করবেন) ।

৯। **ঋণের সিলিং বা সর্বোচ্চ সীমা ঃ**

ব্যক্তি পর্যায়ে মাথাপিছু ঋণ ১ম বার যৌক্তিক বিবেচনায় সর্বোচ্চ ৭,০০০/- টাকা হবে । পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা যাবে। সন্তোষজনকভাবে ঋণ পরিশোধের পর পরবর্তী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে মাথা পিছু ২০% হারে বৃদ্ধি করা যাবে। তবে ২০,০০০/- টাকা অতিক্রম করা যাবে না। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে ঃ-

- কর্মকান্ডের ধরণ যা বহুমূখী হতে পারে
- উপকরণ প্রাপ্তি এবং বাজারজাতকরণ সুবিধা থাকতে হবে
- সদস্যদের পূর্ব অভিজ্ঞতা/ প্রশিক্ষণ থাকা আবশ্যক
- লাভ প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা এবং
- কম ঝুঁকিপূর্ণ।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনাক্রমে ঋণ মঞ্জুরী/ অনুমোদন দেয়া যাবে ।

১০। **ঋণ আদায় ঃ**

মাসিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হবে। মাসিক সম কিস্তিতে আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায়যোগ্য হবে। কোন অবস্থাতেই ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ মওকুফ করা যাবে না। তবে ফসলী ঋণ মাসিক কিস্তিতে বা এককালীন আদায় করা যাবে।

আদায়কৃত ঋণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (সর্বোচচ-৭দিন) উপপরিচালকের অনুমোদন নিয়ে পুন:বিনিয়োগ করতে হবে। আদায়কৃত ঋণের অর্থ গচ্ছিত রেখে সিআরএলএফকে ০.৪% হারে সার্ভিস চার্জ দিয়ে ইউসিসিএ যাতে করে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য সার্বক্ষণিক ভাবে ঋণ প্রবাহ সচল রাখতে হবে।

ঋণ গ্রহীতাগণ যাতে ঋণের অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সময় মত ঋণ পরিশোধ করে, সেজন্য বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মীগণ ঋণ ব্যবহার তদারকী করবে এবং নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায় নিশ্চিত করবে।

প্রাথমিক সমিতির ম্যানেজারগণ সদস্যদের নিকট থেকে রশিদ দিয়ে ঋণের টাকা আদায় করবেন এবং নিজে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউসিসিএ'তে ঋণ হিসাবে জমা দিয়ে ব্যাংক রশিদ নিবেন। রশিদ ছাড়া কোন লেনদেন করা যাবে না।

প্রদত্ত ঋণ আদায়ের তদারকির দায়িত্ব বিআরডিবি'র উপজেলা কর্মকর্তাগণ এবং মাঠ পরিদর্শকগণ পালন করবেন। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ইউসিসিএ'র কার্য-নির্বাহী পরিষদ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন। ঋণ দাদন ও আদায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

তিন মাস বা ততোধিক মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদয়ী ঋণ যদি থাকে তবে তা আদায়ের জন্য বিআরডিবি'র জেলা উপপরিচালকের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন ।

এইরুপ মামলার যাবতীয় আইনী খরচ প্রদত্ত ঋণের সার্ভিস চার্জের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আনুসাঙ্গিক ব্যয় খাত থেকে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সীমিত অর্থ ব্যয় করা যাবে ।

১১) **সার্ভিস চার্জ ধার্য পদ্ধতি ঃ**

(ক) আসল ঋণের সার্ভিস চার্জ ধার্য্য ক্রমহ্রাসমান স্থিতির ভিত্তিতে ব্যবহার্য দিনের উপর নির্ধারণযোগ্য হবে । আদায়কৃত ঋণ ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে বিনিয়োগ করা যাবে ।

(খ) আহরিত সার্ভিস চার্জের আদায়কৃত অংশ বিভাজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাবে সংরক্ষণ ও পরিশোধ করতে হবে ।

(গ) উপজেলা দপ্তর আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ হতে প্রাপ্তব্য অংশের বিভাজনমতে ব্যয় করতে পারবে ।

(ঘ) আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ হতে ৪% হারে ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে সদর দপ্তরে সিআরএলএফ এ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে ।

১২) ঋণ কার্যক্রম তদারকী ঃ

১২.১। পরিদর্শকগণ সমিতি ও সদস্য পর্যায়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী ঋণের সুষ্ঠ ব্যবহার,দাদন ও আদায়ের দায়িত্ব পালন করবেন। ইউআরডিও,এআরডিওগণ নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে দাদনকৃত ঋণ ব্যবহার ও আদায় নিশ্চিতকরণ এবং মনিটরিং করবেন। জেলা কার্যালয় হতেও ঋণ কার্যক্রম তদারক করতে হবে। সদর কার্যালয় ও তদারকীতে সম্পৃক্ত থাকবে।

১২.২। উপজেলা পর্যায়ের ইউআরডিও,এআরডিও এবং জুনিয়র অফিসার এর পদ শুন্য থাকলে বাপউবো শূন্য পদ পুরনের ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

১২.৩। তদারকী কার্যক্রম জোরদারকরনার্থে যে সকল উপজেলায় মোটর সাইকেল নাই সেখানে মোটর সাইকেল সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অবলুপ্ত প্রকল্পের অব্যবহৃত মোটর সাইকেল জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

১২.৪। বাপউবো সদর কার্যালয়ে জেলা দপ্তরের উপপরিচালকগণের সমন্বয়ে ঋণ কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনবোধে বিভাগীয় সদরে অঞ্চলিক সভাও অনুষ্ঠিত হবে।

১৩। **ঋণ দাদন, আদায় ও সার্ভিস চার্জ আদায় অগ্রগতি মনিটরিং ঃ-**

১ম বছর দাদনকল্পে সরকার হতে ঋণ অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ১০০ কোটি টাকা (অর্থ ছাড় প্রাপ্তি সাপেক্ষে)। প্রতি বছর ঘূর্ণায়মানভাবে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ দাদন বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

১ম বছর থেকেই ঋণ আদায় শুরু হবে। ক্রমপুঞ্জিতভাবে দাদন ও আদায় বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

১ম বছর আহরিত সার্ভিস চার্জ আদায় হবে সম্ভাব্য ১২৮০.০০ লক্ষ টাকা। অত:পর বিনিয়োগের অনুপাত অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের পরিমান বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (১৬% হারে) ।

প্রতি উপজেলায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের গড় হিসাবে (১০০)কোটি টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে)ঃ

- প্রতি বছর সম্ভাব্য ঋণ দাদন হবে ২২.২২ লক্ষ টাকা।
- প্রতি বছর সম্ভাব্য ঋণ আদায় হবে ১৮.০০ লক্ষ টাকা।
- আহরিত সার্ভিস সার্জ আদায় হবে ২.৮৮ লক্ষ টাকা (১৬% হারে)।

ঋণ তহবিল প্রবাহ ঃ

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আবর্তক ঋণ তহবিল
↓
বিআরডিবি সদর দপ্তর (সিআরএলএফ)
↓
ইউসিসিএ (আরএলএফ)
↓
প্রাথমিক সমিতি (ঋণ তহবিল)
↓
সদস্য/সদস্যা

প্রাথমিক সমিতি (আরএলএফ)
↑
ইউসিসিএ (আরএলএফ)
(ব্যবহৃত না হলে উৎসে ফেরৎ দেয়া যাবে)
↑
প্রাথমিক সমিতি (ঋণ তহবিল)
↑
সদস্য/সদস্যা

১৪ । **প্রতিবেদন / মনিটরিং**

জেলা দপ্তর উপজেলা থেকে প্রাপ্ত মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত মনিটর করে বাপউবো সদর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং সদর কার্যালয় ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটর করবে এবং মাসিক ভিত্তিতে ঋণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন (নির্ধারিত ছকে প্রেরিতব্য) সরকারের নিকট প্রেরণ করবে ।

১৫। **ঋণ ব্যবহারের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ ঃ**

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে ৬১,০০০ জন প্রাথমিক সমিতির সদস্য প্রতিনিধিগণকে প্রশিক্ষনণ দেয়া হবে। উপজেলার প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা অনুসারে প্রতি সমিতি থেকে ১ জন করে সর্বোচ্চ ১ (এক) সপ্তাহের প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ ব্যয় ইউসিসিএ'র সার্ভিস চার্জের প্রাপ্ত অর্থের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ খাতের আয় থেকে বহন করা হবে। প্রাপ্ত আয়ের অর্থের পরিমান অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নির্ধারন করতে হবে।

১৬। ঋণ কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বিআরডিবি'র সাধারণ কর্মসুচির আওতাভুক্ত থাকবে। বিআরডিবি'র যে সকল সহায়তা যেমন-প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক সাপোর্ট, তহবিল প্রদান ও তদারকী বাপউবো সধারণ কর্মসুচীর রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত হবে। বাপউবো'র কর্মকর্তা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের তদারকীর জন্য উপযুক্ত যানবাহন, প্রয়োজনীয় উপনিমিত্ত ব্যয় ও ভ্রমন ভাতা ইত্যাদি বিআরডিবি'র সাধারণ কর্মসুচীর বাজেটের অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

১৭। উপরোক্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে কোনরূপ সংশোধন,সংযোজন ও বিয়োজন করার প্রয়োজন হলে মাঠ থেকে প্রস্তাব পাওয়া গেলে বাস্তবায়ন কমিটি বিচার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবেন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

পিএবিএক্স ঃ ৮১৮০০৩০-৩৪

পল্লী ভবন

৫, কাওরান বাজার, ঢাকা ।

Website: www.brdb.gov.bd

-ঃ সংশোধনী আদেশ ঃ-

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডর সদর কার্যালয় থেকে ২৩/৭/০৩ তারিখ স্বারক নংঃ-ঋণ/সাধা ২৭/০৩/৪৮৯১ দ্বারা জারীকৃত আর্বতক ঋণ কর্মসুচি বাস্তাবায়ন নীতিমালার কতিপয় অংশের নিম্নরুপ ভাবে সংশোধন করা হলো ঃ-

পৃষ্টা -২ অনুচ্ছেদ-১(গ) বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ।

- সমিতি সংখ্যা ঃ কৃষক সমবয় সমিতি/প্রাক কৃষক সমবায় সমিতি এর সাথে বিএসএস/এমবিএসএস/এমএসএস যুক্ত হবে ।

পৃষ্টা -২ অনুচ্ছেদ-২ উদ্দেশ্য ঃ এ অনুচ্ছেদে গ্রমীণ কৃষক পরিবার এর সাথে ইউসিসিএ'র আওতাধীন "বিত্তহীন পুরুষ পরিবার /বিত্তহীন মহিলা পরিবার/সাধারণ পরিবার "যুক্ত হবে" ।

পৃষ্টা -২ অনুচ্ছেদ-৩ সুবিধাভোগী ঃ এ অনুচ্ছেদে কৃষক সমবায় সমিতি /প্রাক কৃষক সমবায় সমিতির সাথে"বিত্তহীন সমবায় সমিতি / বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য "যুক্ত হবে" ।

পৃষ্টা- ৭ অনুচ্ছেদ-৭,৩ ঋণের জামানত ও দলিল পত্র ঃ

সদস্য পর্য্যায়ে ঃ- বিত্তহীন পুরুষ সমবায় সমিতি/ বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতির/ মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য/ সদস্যাদের ক্ষেত্রে সারণী-৮ ঋণ গ্রহীতা সদস্যের মরগেজ কারবার নামা প্রযোজ্য হবে না। তৎপ্রেক্ষিতে সারণী-১১ নমুনা অনুসারে পাওনা অংগীকারনামা (ব্যক্তি) (ডিপি নোট) গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য দলিল পত্র ও শর্তাবলী অপরিবর্তীত থাকবে।

প্রাথমিক সমিতি পর্যায়েঃ বিত্তহীন পুরুষ সমবায় সমিতি/ বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতি। মহিলা সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে "মালামাল দায়বদ্ধের চুক্তিনামা" যুক্ত হবে। সারণী-১২ নমুনা ঋণ গ্রহীতা সমিতির নিকট থেকে উক্ত চুক্তিনামা গ্রহণ করতে হবে।

পৃষ্টা- ৭ অনুচ্ছে ৮-২ ঃ ঋণ প্রদানের কর্মকান্ড সমূহ ঃ

বিত্তহীন পুরুষ সমবায় সমিতি /বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতি/ মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য/ সদস্যাগণকে উপ-অনুচ্ছেদ-(১)(২)(৩)(১৩)(১৫) বর্নিত র্কমকান্ডের ঋণ দেয়া যাবে না। শর্তটি যুক্ত হবে। অবশিষ্ট ১৫টি কর্মকান্ডের ঋন দেয়া অপরিবর্তীত থাকবে ।

২। আবর্তক ঋণ পরিচালনা নীতিমালার উপরোক্ত সংশোধনীর ফলে এক্ষণ থেকে বিত্তহীন পুরুষ/মহিলা মহিলা সমবায় সমিতির মধ্য আবর্তক ঋণ কর্মসুচীর আওতায় ঋণ বিতরনের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঋণ গ্রহণের মধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ সহায়তা পাবে।

৩। আবর্তক ঋণ পরিচালন নীতিমালার অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অত্র সংশোধনী আদেশ জারী করা হলো। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/
মোঃ শামসুল আলম)
পরিচালক (সরেজমিন)

সংযুক্ত ১। সারনী --১১
২। সারনী-- ১২

স্বারক নং- বাপউবো/ঋণ/আবর্তক/জেলা-৫৬/০৪/৬১৩১ তারিখঃ- ২০/০৭/০৪ইং।

১। উপপচিালক,বাপউবো,জেলা দপ্তর,সকল। আপনার আওতাধীন ইউসিসিএ সমূহের কপি প্রেরন করে পরবর্তী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
২। সভাপতি,বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন,২২ দিলখুশা বা/এ,ঢাকা।
৩। একান্ত সচিব,মহাপরিচালক,বাপউবো,ঢাকা।
৪। একান্ত সহকারী ,পরিচালক ( ),বাপউবো,ঢাকা (সকল)।
৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আবুল মনসুর)
যুগ্ন পরিচালক (সিসিএম)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা ।
Website: www.brdb.gov.bd

দূরালাপনী ৯১৪০৩৯৯-৪০৩
এবিএক্স ঃ

স্মারক নং- বাপউবো/পরিক-১/৮৩/৬০২৮ তারিখঃ- ১০/০৬/২০১০খ্রিঃ।

-ঃ অফিস আদেশ ঃ-

গত ০৮/৪/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর পরিচালনা পর্যদের ৪৪তম সভার আলোচ্যসুচী নং-৪ এর বিষয়ে বিআরডিবি'র আওতাধীন সমাপ্ত কিন্ত কার্যক্রম চলমান এমন ১৪টি প্রকল্প/কর্মসূচীর ঋণের সিলিং এবং সেবামূল্যের বিভাজন অনুমোদিত হয়েছে। বোর্ড সভার অনুমোদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নরুপ আদেশ দেয়া হলো ঃ-

১। ঋণের সিলিং সর্বনিম্ন ১০,০০০/- (দশ হাজার) এবং সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হলো।

২। সুদ/সেবামূল্যের হার ১১% (Flat rate method) নির্ধারণ করা হলো। সেবামূল্যের বিভাজন নিম্নরুপ :

ক)	পরিচালন ব্যয়	-	৭% (উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত মাঠকর্মীদের বেতন ভাতা)
খ)	আরএলএফ প্রবৃদ্ধি	-	২.৫%
গ)	কু-ঋণ সঞ্চিতি	-	০.৫০%
ঘ)	ওভারহেড ব্যয়	-	১% (উপজেলা-০.৭০%, জেলা-০.১০%,সদর দপ্তর-০.২০%)

এ আদেশ আগামী ০১/৭/২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে ।

স্বাক্ষরিত/-
১০/০৬/২০১০খ্রিঃ
(মোঃ হুমায়ুন খালিদ)
মহাপরিচালক
ফোন:৯১১৫৩৭৬

স্মারক নং- বাপউবো/পরিক-১/৮৩/৬০২৮ (৮০) তারিখঃ- ১০/০৬/২০১০খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১) পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/সরেজমিন/পমূপ/প্রশিক্ষণ), বিআরডিবি,ঢাকা।
২) প্রকল্প পরিচালক (সকল),..................................বিআরডিবি,ঢাকা।
৩) উপপরিচালক,বিআরডিবি...................................জেলা দপ্তর (সকল)।
৪) সহকারী পরিচালক,মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর,বিআরডিবি,ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
১০/০৬/২০১০খ্রিঃ
(নূরজাহান বেগম)
যুগ্মপরিচালক(আরইএম)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫,কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
www.brdb.gov.bd

নম্বর : ৪৭.৬২.০০০০.৫০২.০০.১১৫.৯৭.৬১২৪ তারিখ: ৫ আগস্ট/২০২০খ্রিষ্টাব্দ।

অফিস আদেশ

বিগত ০৪/০২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিআরডিবি'র ৫০ তম বোর্ড সভার ৯ নং আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত সকল কর্মসূচির ঋণের সিলিং ব্যক্তি পর্যায়ে ১ম ধাপে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা হতে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা নির্ধারণ করা হলো। নিম্নবর্ণিত শর্তে এ আদেশ জারি করা হলো:

১। নির্ধারিত মেয়াদে ১০০% পরিশোধের নিশ্চয়তায় ব্যক্তি পর্যায়ে প্রথম ধাপে সর্বোচ্চ ২৫০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ঋণ বিতরণ করা যাবে।

২। বর্ণিত সকল প্রকল্প, কর্মসূচি ও নিজস্ব তহবিলের ক্ষেত্রেও এ আদেশ সমভাবে কার্যকর হবে।

৩। বর্ণিত সকল কর্মসূচির ঋণ পরিচালনা নীতিমালার অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। এ আদেশ দ্বারা এতৎসংক্রান্ত পূর্ববর্তী সকল আদেশ বাতিল করা হলো ।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৫/৮/২০২০
সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক

নম্বর : ৪৭.৬২.০০০০.৫০২.০০.১১৫.৯৭.৬১২৪ তারিখ: ৫ আগস্ট/২০২০খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল :
১।পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/সরেজমিন/পমূপ/প্রশিক্ষণ) বিআরডিবি,ঢাকা/বিআরডিটিআই,সিলেট।
২।যুগ্মপরিচালক(সকল)/প্রকল্পপরিচালক/নির্বাহীপরিচালক,বিআরডিবি, ঢাকা/রংপুর/গাইবান্ধা/ফরিদপুর
৩।উপপরিচালক, বিআরডিবি, জেলা দপ্তর (সকল)।
৪।উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৫।সভাপতি, ইউসিসিএ লিমিটেড (সকল)।
৬।উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সকল)।
৭।অফিস নথি।

০৫/০৮/২০২০
ফেরদৌস মামুন শিমুল
উপপরিচালক (ঋণ)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫,কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
www.brdb.gov.bd

নম্বর : ৪৭.৬২.০০০০.৫০২.০১.০০৪.৯২. ২৮০৬ তারিখ:২৫মার্চ/২০২১খ্রিষ্টাব্দ।

অফিস আদেশ

বিগত ০৪/০২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর ৫০ তম বোর্ড সভার ৫(খ) নং আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত ১) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি ২)পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) ৩) পল্লী প্রগতি কর্মসূচি ৪) সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)'র সেবামূল্যের নিম্নবর্ণিত বিভাজন নির্ধারণ করা হলো।

ক্র. নং	খাত	সেবামূল্য বিভাজন
০১.	কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৭.৫০%
০২.	আরএলএফ প্রবৃদ্ধি	২.০০%
০৩.	কু-ঋণ সঞ্চিতি	০.৫০%
০৪.	ম্যানেজার কমিশন	০.৫০%
০৫.	পরিচালনা ব্যয়	০.৫০%
	মোট	১১.০০%

নিম্নবর্ণিত শর্তে এ আদেশ জারি করা হলো:

১। বর্ণিত কর্মসূচি সমুহে ঋণ পরিচালন নীতিমালা'র অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

২। এ আদেশ দ্বারা এতৎসংক্রান্ত পূর্ববর্তী সকল আদেশ বাতিল করা হলো ।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৫/০৩/২০২১
সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক

নম্বর : ৪৭.৬২.০০০০.৫০২.০১.০০৪.৯২. ২৮০৬ তারিখ:২৫মার্চ/২০২১খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল :

১। পরিচালক (সরেজমিন/প্রশাসন/অর্থ/পমূপ/প্রশিক্ষণ) বিআরডিবি,ঢাকা/বিআরডিটিআই,সিলেট।
২। যুগ্মপরিচালক (কর্মসূচি/নির্বাহী পরিচালক) বিআরডিবি, ঢাকা/রংপুর/গাইবান্ধা/ফরিদপুর।
৩। উপপরিচালক, বিআরডিবি, জেলা দপ্তর (সকল)।
৪। উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৫। সভাপতি, ইউসিসিএ লিমিটেড (সকল)।
৬। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সকল)

২৫/০৩/২০২১
ফেরদৌস মামুন শিমুল
উপপরিচালক (ঋণ)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫,কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
www.brdb.gov.bd

নম্বর : ৪৭.৬২.০০০০.৫০২.০১.০০৪.৯২. ৫৬৪২ তারিখ: ১০জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

অফিস আদেশ

বিগত ০৪/০২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর ৫০ তম বোর্ড সভার ৫(খ) নং আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত নিম্নোক্ত ০৪টি কর্মসূচি যথাঃ- ১) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি ২) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) ৩) পল্লী প্রগতি কর্মসূচি ৪) সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর সেবামূল্যের বিভাজন সংক্রান্ত পত্র নম্বর : ৪৭.৬২.০০০০.৫০২.০১.০০৪.৯২.২৬০৩, তারিখ: ২৫ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক নির্ধারিত হয়। বর্ণিত পত্রের উল্লিখিত কর্মসূচিসমুহের সেবামূল্য ১১% এর 'পরিচালন ব্যয়' খাতের ০.৫০% এর বিভাজন নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো:

ক্র. নং	দপ্তর	বিভাজনের হার
০১	উপজেলা দপ্তর	০.৩৫%
০২	জেলা দপ্তর	০.০৫%
০৩	সদর দপ্তর	০.১০%
	মোট	০.৫০%

শর্তাবলী:

১। বর্ণিত কর্মসূচিসমূহের ঋণ পরিচালন নীতিমালার অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
২। এ আদেশ দ্বারা এতৎসংক্রান্ত পূর্ববর্তী সকল আদেশ বাতিল করা হলো ।
৩। এ আদেশ ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হবে।
৪। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

১০/৬/২১

আবদুর রশিদ
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক (সরেজমিন)
ফোন: ৮১৮০০০৬

নম্বর : ৪৭.৬২.০০০০.৫০২.০১.০০৪.৯২. ৫৬৪২ তারিখ: ১০ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল :

১। পরিচালক (সকল) বিআরডিবি,ঢাকা/ সিলেট।
২।যুগ্মপরিচালক/ প্রকল্প পরিচালক/ কর্মসূচি পরিচালক/ নির্বাহী পরিচালক/ (সকল) বিআরডিবি, ঢাকা/ রংপুর/ গাইবান্ধা /ফরিদপুর।
৩। উপপরিচালক, বিআরডিবি, জেলা দপ্তর (সকল)।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। সভাপতি, ইউসিসিএ লিমিটেড (সকল)।
৭। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সকল)

১০/০৬/২০২১

ফেরদৌস মামুন শিমুল
উপপরিচালক (ঋণ)

সারণী-১

ঋণ আবেদন পত্র
(সদস্য পর্যায়ে)

১) দরখাস্তকারীর নাম ঃ
২) পিতার/স্বামীর নাম ঃ
৩) বয়স ঃ
৪) স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম ঃ উপজেলা
ডাকঘর জেলা
৫) কে এস এস এর নাম ঃ
৬) সদস্য হওয়ার তারিখ ঃ

৭) কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ

ঋণের উদ্দেশ্য	ঋণের পরিমান (টাকায়)
১)	
২)	
৩)	

৮) শেয়ার (টাকা)

৯) সঞ্চয় (টাকা)

১০) অন্যান্য (টাকা)

পূর্ববর্তী ঋণের ব্যবহার
(দরখাস্তের তারিখ)

উদ্দেশ্য	প্রাপ্তির পরিমান	দেয় পরিমান	সকল অংশ টাকা পরিশোধ পরিমান	বকেয়া চলতি	বকেয়া খেলাপী
১)					
২)					
৩)					

ঋণ খেলাপীর কারণ ঃ (যদি থাকে)

১)

২)

৩)

আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্য সঠিক ।

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর / টিপ সই

ব্যবস্থাপক পরিদর্শক দ্বারা প্রতিপাদিত

স্বাক্ষর
তারিখ

কে এস এস এর ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা

বাতিলকৃত ---------------------------------

সম্পূর্ণ টাকার জন্য সুপারিশকৃত -------------------------------

নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাপেক্ষে সুপারিশকৃত

কার্যক্রম পরিমান

কেএসএস এর সভাপতির স্বাক্ষর----------------------

ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর---------------------------------

পরিদর্শকের স্বাক্ষর ---------------------------------

তারিখ---

সারণী-২

তমসুক

১৯৪০ সালের কো-অপারেটিভ সমিতি সমূহের আইন অনুযায়ী রেজিষ্টি করা সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট ।

.... সদস্য আমি ....
পিতা... জাতি ....
পেশা ঃ .... নিবাসী ঃ ....
উপজেলা ঃ .... জেলা ঃ .... হইতে
উহার উপবিধি অনুসারে নগদ (অংকে ও কথায়) .... টাকা ঋণ নিলাম।

ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে এই ঋণের উপর বাৎসরিক শতকরা মং .... টাকা হারে সুদ ও ..... হারে সার্ভিস ফি সহকারে অথবা ইউসিসিএ লিঃ অথবা গভর্নমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত বর্ধিত হারে সুদ দিতে নিম্নলিখিত কিস্তি অনুসারে কিংবা উক্ত সমিতির উপবিধি অনুসারে যখনই আমাকে পরিশোধ করতে নোটিশ দেয়া হবে তখনই উক্ত টাকা সুদ সমেত নগদ অথবা সমিতির ইচ্ছানুযায়ী বাজার দরে উৎপন্ন ফসলে যথা ধান, পাট ইত্যাদি দ্বারা পরিশোধ করতে বাধ্য রহিলাম। যখন যে টাকা পরিশোধ করব তা সম্পূর্ণ টাকার সুদ নিয়ে, সমিতি বক্রী টাকা আসলে জমা দিবে।

কিস্তি

পরিশোধের তারিখ	পরিমাণ
১)	
২)	
৩)	

যদি উক্ত ঋণের কোন কিস্তি বাবদ আসল বা সুদ কিংবা সার্ভিস ফিস ঠিক সময়ে না পরিশোধ করি, তাহলে ঋণের সমস্ত টাকা সুদ ও সার্ভিস ফিস সমেত চাহিবামাত্র পরিশোধ করতে বাধ্য থাকিব এবং কিস্তি খেলাপী আসল টাকার উপর উক্ত হারে সুদ ও সমিতির উপবিধি অনুসারে যে দন্ড দিবার ব্যবস্থা হবে তাহাও গ্রহণ করতে বাধ্য রইলাম।

আমি আরও স্বীকার করছি যে, এই টাকা অদ্য তারিখ হতে এক সপ্তাহের মধ্যে উদ্দেশ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী খরচ করিব। নিম্নে উদ্দেশ্যের বিবরণ দেয়া হলো। যদি এই টাকা উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত উদ্দেশ্য খরচ না করি তা হলে উক্ত টাকা সুদ সমেত চাহিবা মাত্র পরিশোধ করতে এবং সমিতির উপবিধি অনুসারে যে দন্ড দিবার ব্যবস্থা হবে তাহাও বহন করতে বাধ্য রইলাম।

তমসুক

এই টাকা আমাদের সম্মুখে প্রদত্ত হল

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

----
১)স্বাক্ষর

পিতার নাম ---

ঠিকানা --

----
২)স্বাক্ষর

পিতার নাম ---

ঠিকানা --

উদ্দেশ্যের বিবরণ

১)

২)

৩)

দলিল লেখক

স্বাক্ষর

পিতার নাম ------------------------

ঠিকানা ---------------------------

তারিখ---------------------------

তমসুক

উপরোক্ত শর্তে সমস্ত টাকা বুঝে পেয়ে আমি এই খত লিখে দিলাম । ইতি ---

তারিখ --------------------

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর

আমরা সমবেত ও পৃথক পৃথকভাবে এবং বিনা ওজর আপত্তিতে উপরোক্ত ঋণের টাকা ইহার সুদও সার্ভিস ফিস আদায় খরচের নিমিত্ত এবং ঐ টাকা যে উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে তাতে খাটানো হয় তার জন্য জামিন রহিলাম ।

----

১)স্বাক্ষর

পিতার নাম --

ঠিকানা ---

----

২)স্বাক্ষর

পিতার নাম --

ঠিকানা ---

উদ্দেশ্যের বিবরণ

১)

২)

৩)

দলিল লেখক

স্বাক্ষর

পিতার নাম ------------------------

ঠিকানা ---------------------------

তারিখ---------------------------

সারণী-৩

ঋণ আবেদন পত্র (ল্যাপ-৩)
(কেএসএস পর্যায়)

১) কেএসএস'র নাম ঃ ....
২) গ্রাম ঃ ....
৩) পোষ্ট অফিস ঃ ....
৪) উপজেলা ঃ ....
৫) জিলা ঃ ....
৬) ইউসিসিএ'র নাম ঃ ....
৭) সদস্য তালিকাভূক্তির তারিখ ঃ ....
৮) শেয়ার (টাকা) ঃ
৯) সঞ্চয় (টাকা) ঃ
১০) অন্যান্য (টাকা) ঃ
১১) পূর্ববর্তী ঋণের ব্যবহার (টাকা) ঃ

উদ্দেশ্য	মোট বিতরণ পরিমাণ	দেয় পরিমাণ	পরিশোধের পরিমাণ	বকেয়া	
				চলতি	খেলাপী

১২) কার্যক্রম অনুযায়ী ঋণের চাহিদা
ক) ব্যক্তিগত কার্যক্রম অনুযায়ী ঋণের চাহিদা

ক্রঃ নং-	সদস্যের নাম	ঋণ ব্যবহারের কর্মকান্ডের বিবরণ	আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ

মোট চাহিদা

১৩) কেএসএস'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশকৃত মোট ঋণের পরিমাণ টাঃ

প্রতিপাদিত

পরিদর্শক/প্রধান পরিদর্শক

তারিখ

.... তারিখের কেএসএস ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং এ অনুমোদিত যাহা .... নং সিদ্ধান্ত বহির .... নং পাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সভাপতি/ম্যানেজার কেএসএস
তারিখ ঃ

পরিদর্শক/প্রধান পরিদর্শক
তারিখ ঃ

সারণী-৪

কেএসএস'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত।

....কেএসএস'র সভা নং ....

সভার তারিখ ঃ
সভার স্থান ঃ
সময় ঃ

জনাব .... এর সভাপতিত্বে অদ্যকার সভার কাজ শুর করা হয়। সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে জানান যে, মোট .... জন সদস্যের নিকট থেকে মোট .... টি ঋণের আবেদন পত্র পাওয়া গেছে। তিনি সমিতির ম্যানেজারকে প্রতিটি আবেদন পত্র সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর ম্যানেজার কর্তৃক সদস্যদের আবেদনপত্র সমূহ যাচাই বাছাই এবং ঋণ মঞ্জুর করার জন্য উপস্থাপন করেন।

২। সদস্যদের আবেদন বিচার বিবেচনা করে .... জন সদস্যের নামে মোট .... টাকা ঋণের আবেদন কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট দাখিল করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। সমিতির পক্ষে ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ পত্রে সহি স্বাক্ষর এবং কেন্দ্রীয় সমিতি হতে ঋণের টাকার চেক গ্রহণ করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে সর্বসম্মতভাবে ক্ষমতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১)	জনাব	ঃ	সভাপতি
(২)	জনাব	ঃ	সহঃ সভাপতি/পরিচালক
(৩)	জনাব	ঃ	ম্যানেজার

৪। যাবতীয় প্রয়োজনীয় দলিলসহ ইউআরডিও'র নিকট উপস্থাপিত করার জন্য অত্র সমিতির পক্ষে উপরোক্ত ০৩ (তিন) জনকে সর্বসম্মতভাবে ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

৫। এই সিদ্ধান্ত সমূহ কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সমূহকে লিখিতভাবে জানানোর জন্য বর্ণিত ০৩ (তিন) জনকে দায়িত্ব অপর্ণ করা হলো। এই সিদ্ধান্ত বদলের কোন নোটিশ না দেয়া পর্যন্ত অত্র সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে।

স্বাক্ষর ঃ সভাপতি

নির্ভুল কপি হিসেবে সত্যায়িত করা হলো।

স্বাক্ষর ঃ পরিদর্শক/ প্রধান পরিদর্শক

স্বাক্ষর ঃ এআরডিও/ ইউআরডিও

সমিতির সীলমোহর।

সারণী-৫

ডিপি নোট

নং- ....

তারিখ ঃ

শতকরা বার্ষিক ....% হার সুদ ও .... % হারে সার্ভিস ফিস চাহিবা মাত্র পরিশোধের অংগীকারে .... উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির লিঃ এর .... তহবিল হতে ....কেএসএস লিঃ মবলক .... টাকা পেয়ে অত্র অনডিমান্ড প্রমিসরি নোট লিখে দিলাম।

.............................কেএসএস'র পক্ষে..

(সমিতির সীল মোহর)

.... কেএসএস'র ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিচালকগণের নাম ও স্বাক্ষর ঃ

১। ....

২। ....

৩। ....

সারণী-৬

আম মোক্তারনামা

দলিলদাতা

লিখিতং .... সমিতি লিমিটেডের পক্ষে

১। .... নাম ঃ ....
পদবী ঃ .... জাতি ঃ ....
পেশা ঃ .... সাকিন ঃ ....

উপজেলা/সাব-রেজিস্টারী..................
জেলা ঃ

২। .... নাম ঃ ....
পদবী ঃ .... জাতি ঃ ....
পেশা ঃ .... সাকিন ঃ ....

উপজেলা/সাব-রেজিস্টারী..................
জেলা ঃ

৩। .... নাম ঃ ....
পদবী ঃ .... জাতি ঃ ....
পেশা ঃ .... সাকিন ঃ ....

উপজেলা/সাব-রেজিস্টারী..................
জেলা ঃ

দলিল গ্রহিতা

মহামান্য .... উপজেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিমিটেডের পক্ষে চেয়ারম্যান ও ইউআরডিও/প্রকল্প অফিসার/সেক্রেটারী।

কস্য আম-মোক্তারনামা পত্রমিদং কার্যাঞ্চাগে

জেলা ঃ .... উপজেলা ঃ .... পরগণা ঃ .... অন্তর্গত গ্রামে .... সমিতি রহিয়াছে । এই সমিতি .... উপজেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিমিটেডের একটি সংযুক্ত সমিতি। উক্ত সমিতি বিগত .... খ্রিঃ তারিখে .... নম্বরে রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়া স্থানীয় সহকারী রেজিষ্টার মহোদয়ের মঞ্জুরীকৃত উপবিধি অনুসারে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত উপবিধি অনুসারে সমিতি ও তাহার পক্ষে নিযুক্ত কিম্বা নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি যাহা মামলা মোকর্দ্দমা, ডিসপিউট দায়ের বা এওয়ার্ড জারী সমিতির কোন সভ্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত করিয়াছেন বা করিবেন বা উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে কোন সভ্য মামলা মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন বা করিবেন তাহা অর্থাৎ ঐ সকল মোকর্দ্দমায় সমিতির পক্ষে উপযুক্ত তদ্বিরাদি ও পরিচালনা করিয়া সম্পূর্ণভাবে সমিতির স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং সমিতির যে কোন সভ্যের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য উক্ত সভ্যের বিরুদ্ধে যে কোন মামলা মোকর্দ্দমা ও ডিসপিউট দায়ের, পরিচালনা এবং এওয়ার্ড জারী ইত্যাদি যাবতীয় কার্য করিয়া সমিতির স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য সমিতির পক্ষে .... উপজেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিমিটেডকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম।

উক্ত আম মোক্তার বাংলাদেশ সরকারের সর্ব প্রকার অফিস কাছারী ও আদালতে আবশ্যক মত সমিতির পক্ষে উপস্থিত থাকিয়া যে কোন প্রকার মোকর্দ্দমা দিতে সমিতির নাম দস্তখত করিয়া সমিতির পক্ষ হইতে আবশ্যকমত তাহার সর্বপ্রকার স্বার্থ রক্ষার্থে সর্বপ্রকার মোকর্দ্দমা উথাপন ও তদবীর কাগজাদি, দলিল সওয়াল জওয়াব, এজাহার এবং এফিডেবিটাদি করিতে সার্টিফিকেট ও ডিসপিউট দায়ের, পরিচালনা ও এওয়ার্ড জারী সংক্রান্ত পাওনা টাকা বা দলিলাদি রশিদ দিয়া আদালত বা যে কোন অফিস হইতে লইতে পারিবেন। সমিতি দেয় যে কোন টাকা আদালতে দাখিল করিবেন। আবশ্যকমত সমিতির পক্ষে বা বিরুদ্ধে উত্থাপিত যে কোন মামলা মোকর্দ্দমায় উকিল মোক্তারদি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। উপরোক্ত আদালত ও অফিসাদিতে উপস্থিত হইয়া সমিতির হিতার্থে উক্ত মামলা মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত যে কোন কার্য করিবেন তাহা সমস্তই সমিতির নিজকৃত কার্যের ন্যায় স্বীকৃত ও মঞ্জুর হইবে। সমিতির পক্ষে বা বিপক্ষে উত্থাপিত যে কোন মোকর্দ্দমা ডিসপিউট কিম্বা এওয়ার্ড আদালতে জারীর ব্যবস্থা কিম্বা তৎপূর্বে কিম্বা তৎপরে আপোষ নিস্পত্তি করিতে পারিবেন। এ আপোষ সমিতির স্বীকৃত কার্যের ন্যায় বহাল থাকিবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দলিল লিখিত সমিতির স্বার্থ রক্ষার্থে .... উপজেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিমিটেড কর্তৃক যে সমস্ত মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি কার্যপরিচালনার জন্য যাহা আবশ্যকীয় খরচ হইবে তাহা সমিতি বহন করিতে সর্বদা বাধ্য থাকিবে এবং সমিতির সংরক্ষিত তহবিলের উপর তাহা প্রথম দাবীরূপে গণ্য হইবে । .... উপজেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিমিটেড আবশ্যক হলে অত্র দলিলের লিখিত ক্ষমতাবলে সমিতির হিতার্থে অত্র দলিলের লিখিত কার্যসমূহ করিবেন। এতদার্থে স্বেচ্ছাপূর্বক সুস্থ্য শরীরে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ডিরেক্টরগণ সমিতির বিগত .... খ্রিঃ তারিখের সাপ্তাহিক বিশেষ সাধারণ সভায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া অত্র আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম । ইতি তাং

সমিতির পক্ষে

সমিতির সীলমোহর

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডিরেক্টরগণের স্বাক্ষর

১। নাম ঃ ------------------------------ পদবী ঃ ----------------------------

২। নাম ঃ ------------------------------ পদবী ঃ ------------------------------

৩। নাম ঃ ------------------------------ পদবী ঃ ----------------------------

সাক্ষী ঃ-

১।

২।

৩।

লিখক ঃ

সাং

তাং

দলিলদাতার স্বাক্ষর ও টিপসই

মরগেজ কারবারনামা

রেহানী সম্পত্তি দলিল দাতার দখলে থাকিবে।

মহামহিম

.... সমবায় সমিতির সেক্রেটারী বরাবরেষু

মরগেজ গ্রহীতা

মরগেজ দাতা আমি .... পিতাঃ .... জাতি ঃ .... পেশা ঃ .... নিবাসী ঃ .... উপজেলা ঃ .... জেলা ঃ .... আমি .... মহকুমা ঃ .... সাব-রেজিস্টারী .... উপজেলা ঃ .... অধীনে ....গ্রামে অবস্থিত ১৯৪০/২১ আইনমতে রেজিস্টারীকৃত .... সালের .... নম্বরে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত .... সমবায় সমিতির জনৈক মেম্বার।

উক্ত সমিতির দায়িত্ব সসীম উক্ত ব্যাংক হইতে কর্জ লইতে হইলে কর্জের উদ্দেশ্য এবং পরিমাণ অনুসারে এক বা ততোধিক মেম্বারকে জামিন দিতে হয় । কর্জ গ্রহিতা ও জামিনদাতার দায়িত্ব তুল্যরুপ থাকে।

উক্ত সোসাইটির নিকট ব্যাংকের উপবিধি অনুসারে আমার যে দায়িত্ব অদ্যতক আছে ও ভবিষ্যতে হইবে তাহা পরিশোধের মাতব্বরিতে আমি আমার স্বত্বীয় ও দখলীয় নিম্ন তপছিলের লিখিত স্থাবর সম্পত্তি উক্ত ব্যাংকে মরগেজ দিলাম। এই মরগেজ কারবারনামা আপনার সমিতির বরাবর লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে

১। আমি উক্ত ব্যাংকে মবলগ ১.০০ (এক টাকা) পর্যন্ত আসল বাকী রাখিয়া সময় সময় টাকা কর্জ করিতে পারিব। যখনি যে টাকা কর্জ লইব তাহার জন্য ব্যাংকের প্রচলিত ফরমে আদেশমত তমসুক কিস্তিবন্দি হ্যান্ডনোট বা হাত দিয়া দস্তাবেজ লিখিয়া দিব এবং উপবিধির বিধানমতে জামিনদার দিব এবং ঐরূপ দলিলের শর্তমত ময়সুদ আসল সমুদয় টাকা আদায় করিব।

যখন যে টাকা কর্জ লইব ও যে সুদ বা আসল টাকা পরিশোধ করিব তাহা পাশ বহিতে উঠাইয়া ও সোসাইটির খাতায় জমা করাইয়া দিব। আমার পাশ বহিতে কোন টাকা উঠানো না থাকিলে ব্যাংকের খাতা প্রবল হইবে।

২। আমি আমার গৃহিত কর্জের টাকা ময়সুদ আদায় না দিলে অথবা জামিনদার সরুপ আমার দায়িত্বের টাকা না দিলে কিম্বা সসীম দায়িত্ব ব্যাংকের মেম্বাররূপে আমার দায়িত্বের টাকা না দিলে উক্ত সমিতির বর্তমান ও ভবিষ্যত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি আমার নিকট আইন, নিয়ম ও উপবিধি অনুসারে আমার ও আমার জামিনদারের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন । এই মরগেজ দলিল লিখিয়া দেওয়ার জন্য আমার সম্বন্ধে অন্য বিধি ও বিধানের কিছুই অপ্রবল হইবে না

৩। ইচ্ছা করিলে উক্ত ব্যাংকের কার্য নির্ব্বাহক কমিটি আমার তফশিলের মরগেজ সম্পত্তি আইনমতে নিলাম করাইয়া আমার নিকট প্রাপ্ত ও আমার দায়িত্বে আসল সুদ খরচা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। ইহাতে সমস্ত টাকা আদায় না হইলে আমার জামিনদারের ও আমার অন্যান্য সম্পত্তি ও শরীর দায়ী হইবে। অগ্রে মরগেজ সম্পত্তি নিলাম না করাইলে অন্য উপায়ে টাকা আদায় হইতে পারে না বলিয়া কোন আপত্তি করিতে পারিব না।

৪। উক্ত ব্যাংকের নিকট আমার দায়িত্ব রহিত না হওয়া পর্যন্ত মরগেজ সম্পত্তি কোনরূপে হস্তান্তর বা দায় সংযোগ করিতে পারিব না । করিলে আইন অনুসারে দন্ডনীয় হইব।

দলিলদাতার স্বাক্ষর
ও টিপসহ

৫। ব্যাংকের টাকা লইয়া কোন সম্পত্তি খরিদ করিলে অথবা পূর্ব দেনার জন্য আবদ্ধ সম্পত্তি খালাস করিলে বা কোন ফসল উৎপাদন করিলে বা যন্ত্রাদি কিনিলে বা অন্য উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিলে উক্ত সম্পত্তি ও দ্রব্যাদির উপর যে অধিকার উপবিধি আইন ও নিয়ম অনুসারে ব্যাংকের থাকে এই মরগেজ দ্বারা তাহার লাঘব বা নাশ হইবে না।

৬। তফশিলের লিখিত স্থাবর সম্পত্তিতে আমার স্বত্তের প্রকৃত বিবরণ দিয়া ও তাহার উপর দায় সংযোগ থাকা না থাকা প্রকাশ করিয়া মরগেজ দিলাম। উহা সত্য আছে জানাইয়া ব্যাংকের টাকা কর্জ গ্রহণ করিলাম উহার কিছু মাত্র মিথ্যা বা অপ্রকৃত হইলে বা প্রবঞ্চনা প্রকাশিত হইলে ফৌজদারিতে দন্ডনীয় হইব।

৭। ব্যাংকের কোন পাওনার জন্য তফশিলে লিখিত সম্পত্তি নিলাম করাইতে উদ্যত হইলে উহা জামিনদারের বা আমার সম্পত্তি ব্যতীত নিলামযোগ্য নহে বলিতে পারিব না।

৮। এই মরগেজ কারবারনামার উক্ত সর্ত্তে আমি ও আমার উত্তরাধিকারী স্থলভিষিক্তগণ বাধ্য থাকিব ও মরগেজ ব্যাংকের বর্তমান ভবিষ্যত কার্য নির্ব্বাহক কমিটি ও তাহার প্রতিনিধির অধিকার তুল্যভাবে বর্তিবে। আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, প্রত্যেক ওয়াশীলের সময় আপনি আপনার ব্যাংকের নিকট লওয়া যাবতীয় হিসাব বাবদ প্রাপ্ত সুদ কাটিয়া লইয়া বক্রী টাকা যে কোন দলিলের আসলে ওয়াশীল দিতে পারিবেন। তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশান ও স্থলভিষিক্তগণের ওজর বা আপত্তি চলিবে না।

৯। এতদ্বারা ব্যাংকের উপবিধি আইন ও নিয়মে প্রদত্ত ঋণ আদায় সম্বন্ধে কোন অধিকারের খর্ব্বতা হইবে না। তাহার ব্যাঘ্যাতও ঘটিবে না।

ইতি
সাল
তারিখ ঃ

আবদ্ধীয় সম্পত্তির চৌহদ্দিসহ বিবরণ

মৌজা নং তৌজি নং খতিয়ান নং দাগ নং

জিলা ঃ .... উপজেলা ঃ .... সাব-রেজিষ্টারী মোকাম .... এলাকাধীন পং .... বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট একোয়ার্ড ষ্টেট অধীনে উত্তরে .... উপরে বর্ণিত মৌজা খতিয়ান ও দাগ নং এই চৌহদ্দিতে নাল মং .... শতক জমি। আবদ্ধীয় সম্পত্তির মূল্য .... টাকা মাত্র

ইসাদি ------------------- লেখক-

১।
সাং

২।
সাং

সারণী-৯

কেএসএস সদস্যের ঋণ পাশ বহি

সাধারণ তথ্য ঃ

সদস্যের নাম ঃ
পিতা/স্বামীর নাম ঃ
পাশ বহির নম্বর ঃ
কেএসএস'র নাম ঃ
সদস্য হওয়ার তারিখ ঃ
নিবন্ধন নং তারিখ ঃ ....
ইউসিসিএ'র নাম ঃ
জিলা ঃ ....

সদস্যের ছবি

প্রথম ভাগ

নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি ঃ

তারিখ	শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণ	সঞ্চয়			অন্যান্য			স্বাক্ষর	
		জমার পরিমাণ	উঠানোর পরিমাণ	উদ্বৃত্ত	জমার পরিমাণ	উঠানোর পরিমাণ	উদ্বৃত্ত	পরিদর্শক	ব্যবস্থাপক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

দ্বিতীয় ভাগ

ঋণের হিসাব ঃ

দেয় ঋণ			পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ	পরিশোধের পরিমাণ	বকেয়া			স্বাক্ষর	
তারিখ	উদ্দেশ্য	পরিমাণ			চলতি	খেলাপী	মোট	পরিদর্শক	ব্যবস্থাপক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

উপজেলা একত্রীভূত উৎপাদন ও ঋণ পরিকল্পনা

সারনী-১০
(সংশোধিত)

১। উপজেলার নাম ঃ

২। জেলার নাম ঃ

৩। মোট শেয়ার জমা ঃ

৪। মোট সঞ্চয় জমা ঃ

৫। সাপ্তাহিক আদায় শীট
অনুযায়ী আবেদনকৃত সমিতির মোট শেয়ার জমা ঃ

৬। সাপ্তাহিক আদায় শীট অনুযায়ী আবেদনকৃত
সমিতির মোট সঞ্চয় জমা ঃ

৭। ঋণ উপ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত টাকার পরিমান ঃ

৮। ঋণ উপ-কমিটি সভার তারিখ ঃ

৯। উপজেলা ঋণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত টাকার পরিমান ঃ

১০। উপজেলা ঋণ কমিটির সভার তারিখ ঃ

ক্র: নং	সমিতির নাম	রেজি:নং ও তারিখ	ঋণ আবেদন কারী সদস্য সংখ্যা	সাপ্তাহিক আদায় শীট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সদস্যদের জমাকৃত			সদস্যদের পাশ বই সরবরাহ করা হইয়াছে কিনা ? হ্যাঁ / না	কর্মকান্ড	ঋণ কমিটির সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ
				শেয়ার	সঞ্চয়	মোট			
১									
২									
৩									
৪									
	মোট								

জুনিয়র অফিসার (হিসাব)
বিআরডিবি,ঢাকা ।

সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার
বিআরডিবি,ঢাকা ।

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার
বিআরডিবি,ঢাকা ।

১১। উপ পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত ঋণের পরিমান ঃ

১২। উপ পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল ঃ

h¡wm¡-cn fõ£ Eæue ®h¡XÑ

¢fH¢hH„ 9140399-4

“fõ£ ihe”

5,L¡Jl¡e h¡S¡l, Y¡L¡ z

স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.৫০২.০২০৪.০৮.২৯৫৪ তারিখ ঃ ০২/ ৫/১১ খ্রিঃ।

–ঃ অফিস আদেশ ঃ–

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক স্মারক নং- বাপউবো/ঋণ/সাধা-২৭/০৩/৪৮৯১ তাং-২৩/৭/০৩ মূলে আবর্তক (কৃষি) ঋণ নীতিমালা জারী করা হয় । উক্ত নীতিমালায় কু-ঋণ তহবিল গঠনের কথা উল্লেখ থাকলেও তহবিল ব্যবহারের কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় মাঠ পর্যায়ে সমবায়ীদের কু-ঋণ তহবিল ব্যবহারে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে । এ পরিপ্রেক্ষিতে আবর্তক (কৃষি) ঋণ নীতিমালা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কর্মসূচির কু-ঋণ তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ২৪/০২/২০১১ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির তদারকী কমিটির সভা এবং ১০/৪/১১ তারিখে নীতি-নির্ধারণী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তক্রমে আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচির কু-ঋণ তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত নিম্নরূপ নীতিমালা জারি করা হলো ঃ-

আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচির কু-ঋণ তহবিল ব্যবহার নীতিমালা

১। কু-ঋণ তহবিল গঠন ও হিসাব রক্ষণ ঃ-

আবর্তক (কৃষি) ঋণের সেবামূল্যের নির্ধারিত অংশ থেকে কু-ঋণ তহবিল গঠন করতে হবে। কু-ঋণ খাতে আদায়কৃত সেবামূল্যের হিসাব সংরক্ষণের জন্য যে ব্যাংকে ‘আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর’ হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে একই ব্যাংকে ‘ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণের কু-ঋণ সঞ্চিতি তহবিল’ নামে একটি সুদযুক্ত (লাভ জনক) হিসাব খুলতে হবে । প্রতি মাস শেষে কু-ঋণ খাতে প্রাপ্ত সেবামূল্যের অংশ উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে। ব্যাংক হিসাবটি ‘ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ হিসাবের অনুরূপভাবে পরিচালনা করতে হবে। প্রয়োজনে কু-ঋণ সঞ্চিতি তহবিলের টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালকের অনুমোদন নিতে হবে । বিনিয়োগকৃত তহবিল থেকে অর্জিত আয়/মুনাফা কু-ঋণ তহবিলের সাথে যুক্ত হবে। এ বিষয়ে ইউসিসিএ পর্যায়ে আলাদা হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে ।

২। কু-ঋণ চিহ্নিতকরণ ঃ-

নিম্মোক্ত কারণে ঋণ গ্রহিতার ঋণ কু-ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে ঃ-

ক) ঋণ গ্রহিতা সদস্যের মৃত্যু এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম এরূপ ওয়ারিশ না থাকলে ;

খ) ঋণ গ্রহিতা সদস্য নদী ভাংগনজনিত কারণে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হলে ;

গ) প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে স্থায়ীভাবে এলাকা ত্যাগ করলে ;

ঘ) কোন দূর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ করলে, অগ্নিদগ্ধ বা জীবনঘাতি কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ঋণ গ্রহিতা সদস্য/তার পরিবার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে ।

৩। কু-ঋণ চিহ্নিতকরণে সতর্কতা ঃ-

ক) স্বেচ্ছায় ঋণ খেলাপী সদস্যদের ঋণ কু-ঋণ হিসেবে চিহ্নিত না করণ ;

খ) কু-ঋণ হিসেবে চিহ্নিত করণের পূর্বে কু-ঋণ হওয়ার কারণ ও যথার্থতা ইউআরডিও/ এআরডিও/হিসাব রক্ষক কর্তৃক সরেজমিনে বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইকরণ ;

গ) ঋণ গ্রহিতার মৃত্যু, আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও স্থায়ীভাবে দেশ ত্যাগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র নিশ্চিতকরণ ;

ঘ) জীবনঘাতি ব্যাধিতে আক্রান্ত, পংগুত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত সনদ পত্র গ্রহণ;

ঙ) মৃত্যু ব্যতিত অন্যান্য কু-ঋণ চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে এবং ইউআরডিও এবং এআরডিও কর্তৃক বিষয়টি প্রত্যায়িত হতে হবে ;

চ) কু-ঋণ সমূহ কেবলমাত্র কু-ঋণ তহবিল থাকা সাপেক্ষে বিবেচনা করতে হবে । তবে কু-ঋণ তহবিল স্বল্পতার ক্ষেত্রে মৃত্যুজনিত কু-ঋণ সমন্বয়ের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

(চলমান পাতা-২)

৪। কু-ঋণ সমন্বয়/অবলোপণ পদ্ধতি ঃ-

মৃত সদস্যের ক্ষেত্রে ঃ আবর্তক (কৃষি) ঋণ গ্রহিতা কোন সদস্য মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণের ঋণ পরিশোধের আর্থিক সংগতি না থাকলে ঋণ গ্রহিতা সদস্যের মৃত্যুর ৩০ দিনের মধ্যে তার বৈধ ওয়ারিশ কর্তৃক পরিদর্শকের সহায়তায় উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার বরাবর ঋণ মওকুফের আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতি কর্তৃক মৃত ব্যক্তির জমাকৃত শেয়ার-সঞ্চয় থেকে বকেয়া ঋণের টাকা সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সনদ এবং ওয়ারিশগণের ঋণ পরিশোধের আর্থিক সংগতি না থাকার সনদ সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর আরডিও/এআরডিও/হিসাব রক্ষক সরেজমিনে যাচাইপূর্বক ঋণ অবলোপনের যথার্থতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রথমতঃ শেয়ার-সঞ্চয় থেকে ঋণের টাকা সমন্বয় পূর্বক অবশিষ্ট ঋণ (সার্ভিস চার্জসহ) কু-ঋণ তহবিল থেকে সমন্বয়ের জন্য কু-ঋণ সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্হাপন করবে। কু-ঋণ সমন্বয় কমিটির সুপারিশের পর অবশিষ্ট টাকা কু-ঋণ তহবিল হতে সমন্বয় করার জন্য উপ-পরিচালক (কমিটির সভাপতি) অফিস আদেশ জারী করবেন এবং সে মোতাবেক উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার সমন্বয়ের আদেশ কার্যকর করবেন । মৃত ব্যক্তির ঋণ অবলোপনের প্রক্রিয়া চলাকালীন সমিতির অন্যান্য সদস্যের ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৫। মৃত্যু ব্যতীত চিহ্নিত অন্যান্য কু-ঋণ সমন্বয় ঃ-

এ ক্ষেত্রে কু-ঋণ সমন্বয়ের নীতিমালা মোতাবেক যে সকল সদস্যের ঋণ কু-ঋণ হিসেবে চিহ্নিত হবে তাদের তালিকা প্রনয়ন করে আরডিও/এআরডিও/হিসাব রক্ষক সরেজমিনে যাচাইপূর্বক কু-ঋণ সমন্বয়ের যথার্থতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে কু-ঋণ সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্হাপন করবে। এক্ষেত্রে কু-ঋণ হিসেবে চিহ্নিত কারণসমূহ সরেজমিনে ইউআরডিও/এআরডিও কর্তৃক বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করতঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কোন সদস্য কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে । জীবনঘাতি ব্যাধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সনদ থাকতে হবে । কু-ঋণ সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্হাপনের প্রাক্কালে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির সিদ্ধান্ত সংযুক্ত করতে হবে। কু-ঋণ সমন্বয় কমিটি কু-ঋণ হিসেবে পরিগণিত হওয়ার সুস্পষ্ট কারণ ও প্রত্যয়ন পত্র এবং কু-ঋণ তহবিল হতে সমন্বয়ের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে তা বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করবে । কমিটির সুপারিশের পর উপ-পরিচালক কর্তৃক অফিস আদেশ জারী হবে। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রথমে সংশ্লিষ্ট সদস্যের জমাকৃত শেয়ার-সঞ্চয় থেকে বকেয়া ঋণের টাকা সমন্বয় করতে হবে। অবশিষ্ট টাকা কু-ঋণ তহবিল হতে সমন্বয় করতে হবে। এ প্রক্রিয়া অন্যুন ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে ।

৬। কু-ঋণ সমন্বয় কমিটি ঃ-

ক)	উপ-পরিচালক, বিআরডিবি, সংশ্লিষ্ট জেলা দপ্তর	ঃ	সভাপতি
খ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
গ)	ইউসিসিএ'র সভাপতি/সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্য	ঃ	সদস্য
ঘ)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য
ঙ)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	ঃ	সদস্য-সচিব ।

এ আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ হুমায়ুন খালিদ

মহাপরিচালক

ফোন ঃ ৯১১৫৩৭৬

E-mail:dgbrdb@gmail.com

স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.৫০২.০২০৪.০৮.২৯৫৪ তারিখ ঃ ০২/ ৫/১১ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

১। পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও হিসাব/সরেজমিন/পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণ) বিআরডিবি, ঢাকা ।

২। প্রকল্প পরিচালক /নির্বাহী পরিচালক/যুগ্ম-পরিচালক, ...বিআরডিবি, ঢাকা/ফরিদপুর।

৪। উপ-পরিচালক, বিআরডিবি, ... (জেলা দপ্তর, সকল) ।

৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সহকারী, বিআরডিবি, ঢাকা । সদয় অবগতির জন্য ।

৬। সংশ্লিষ্ট নথি । স্বাক্ষরিত/-

মুহঃ আবুল ফজল
পরিচালক (সরেজমিন)
ফোন ঃ ৮১১৪৬৫৯